যুগান্তর

তারিখ ... 4 SEP 2017
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২

বুয়েটে ছাত্রলীগের হামলা

পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আগেই বুয়েটের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে।

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ভিসি ও প্রোভিসির পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের হামলা বিদ্যমান পরিস্থিতিকে স্বভাবতই আরও উত্তপ্ত করে তুলেছে। রোববার হামলাকারীরা ভিসি অফিসের গেট ভেঙে ভেতরে অবস্থানরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। তাতে ব্যর্থ হয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে আন্দোলনকারীদের মাইক ভাঙচুর করে কেড়ে নেয়। এ সময় তারা একজন শিক্ষককে লাঞ্ছিত ও কয়েকজন ছাত্রকে মারধর করে। আন্দোলনকারীদের নাকি দেখে নেয়ার হুমকিও দেয়া হয়েছে। জানা যায়, হামলাকারীদের অধিকাংশই বহিরাগত। তবে বুয়েট ছাত্রলীগের একটি অংশ ভিসি ও প্রোভিসিকে সমর্থন দিয়ে আসছে, এ-খবর নতুন নয়। বোঝা যায় তারাই নিয়ে এসেছে বহিরাগতদের। বস্তুত সরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি। ক্যাম্পাসে ক্ষমতাসীন দল সমর্থিত ছাত্র সংগঠন স্বভাবতই পেয়ে থাকে ভিসির আনুকূল্য। এই ছাত্র সংগঠনেরও সমর্থন থাকে ভিসির প্রতি। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতাসীন দল সমর্থিত ছাত্রসংগঠনও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ায় এক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বিপত্তি। অনেক দলবাজ শিক্ষক নিজেকে এ পরিস্থিতির সুযোগ। ফলে ভিসিপন্থী ও ভিসিবিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ছেন শিক্ষক সমাজ। অবশ্য বুয়েটের পরিস্থিতি আরও জটিল। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একযোগে ভিসি ও প্রোভিসির পদত্যাগ দাবি করছেন। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, এ দাবি আদায়ে তারা বদ্ধপরিকর। সোমবার শিক্ষার্থীরা সিরিঞ্জ দিয়ে নিজেদের শরীর থেকে রক্ত বের করে 'স্বেচ্ছায় রক্তপাত' কর্মসূচি পালন করেছেন। কয়েকজন শিক্ষকও এ কর্মসূচিতে শরিক হয়েছেন বলে জানা যায়।

ভিসি ও প্রোভিসির পদত্যাগ দাবি ইস্যুতে বুয়েটে অচলাবস্থা বিরাজ করছে পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে। বুয়েট দেশের অন্যতম স্বনামধন্য ও ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। দেশসেরা মেধাবী শিক্ষার্থীরা এ প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করে থাকেন। মাধ্যমিক পর্যায় থেকেই শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন থাকে বুয়েটে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার। যারা সে সুযোগ পান, তাদের অধিকাংশই নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। প্রাণগতার অচলাবস্থায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেসব শিক্ষার্থী। এ অবস্থা চলতে থাকলে সেশনজট সৃষ্টি হয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন দীর্ঘায়িত হবে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন অভিভাবকরাও। কাজেই এ পরিস্থিতি বেশিদিন চলতে দেয়া যায় না। বুয়েটের অচলাবস্থা নিরসনে অবিলম্বে একটি যৌক্তিক ও ন্যায়সঙ্গত পদক্ষেপ নিতে হবে— সেটা রাষ্ট্রপতি বা শিক্ষামন্ত্রী যার উদ্যোগেই হোক।

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় ভিসি নিয়োগের যে সংস্কৃতি চালু আছে তার অবসান কতটা জরুরি, বুয়েটের ঘটনা তা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে। আমরা চাই, দেশের অন্তত শিক্ষাক্ষেত্রটি থাকুক দলীয় রাজনীতির প্রভাবমুক্ত। শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলোকে রাজনৈতিক দলের লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করতে হবে। নয়তো সংঘাত-সংঘর্ষ, ধর্মঘট ও আন্দোলনে শিক্ষাঙ্গন কলুষিত হতেই থাকবে। আর সাধারণ শিক্ষার্থীদের অব্যাহতভাবে এর মাশুল দিয়ে যেতে হবে। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যত দ্রুত এটা অনুধাবন করবে ততই মঙ্গল। ছাত্রলীগের নেতাকর্মী বা বহিরাগত— যারাই এ হামলা চালিয়ে থাকুক, তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া এবং এ ধরনের তৎপরতা থেকে তাদের নিবৃত্ত করা জরুরি। পরিস্থিতি আরও জটিল হওয়ার আগেই বুয়েটের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে শুভবুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে।